প্রশ্নোত্তরে

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ইতিহাস

প্রশ্নোত্তরে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ইতিহাস

শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
ইতিহাস বিভাগ, দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

SBPKS
ESTD:2020

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ

বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Prashno-uttare Poundra Kshatriya Itihas
by Sri Swapan Kumar Mandal

© **Copyright:** Sri Swapan Kumar Mandal

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

লেখকের বা স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ভিন্ন এই গ্রন্থের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমেও প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ২০২৩

ISBN: 978-81-19574-11-7

প্রকাশকঃ

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, Email ID: allindiapoundrakshatriyasamaj@gmail.com -এর পক্ষে **রোহিনী নন্দন, ১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১২**

মুদ্রণঃ রোহিনী নন্দন
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন
কলকাতা - ৭০০০১২

মূল্য: ১০০/-

উৎসর্গ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে

এবং

স্বর্গীয় ও জীবিত সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে

ভূমিকা

“সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ” প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা হয়। তাদের সাথে আলোচনায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নিয়ে তাদের অজ্ঞতার বিষয়টি সামনে আসে। সেই অজ্ঞতা সহজে নিরসনের জন্য একটি পুস্তকের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এছাড়া পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুব ও শিক্ষার্থীদের জন্যও একটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ইতিহাস পুস্তকের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তখনই এই ক্যুইজ বইয়ের পরিকল্পনা মাথায় আসে। যা আজ পুস্তকাকারে রূপ পেল। একাধারে এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উপর ক্যুইজ ও ইতিহাস বই হিসাবে কাজ করবে। তথ্য অন্বেষণ করতে গিয়ে বহু ইতিহাস ও গবেষণা গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির কারণে তা এই সংস্করণে দেওয়া সম্ভব হল না।

রোহিণী নন্দন পাবলিশার্সের শ্রী হরিদাস তালুকদার মহাশয় এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নেওয়ায় আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার মায়ের আশীর্বাদ আমার চলার পাথেয়। তাকে আমার আন্তরিক প্রনাম। আমার সহধর্মিণী সোনালী ও আমার পুত্র সাত্ত্বিক হল এই গ্রন্থের নির্বাক সহযোগী। তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ভালোবাসা। পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের এই গ্রন্থ পাঠ করে ভালো লাগলে এবং তাদের প্রয়োজনে এলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

নানা ধরনের ছোটখাটো ভুল ও মতবিভেদ থাকা অসম্ভব নয়। সুহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ যদি গ্রন্থটির ত্রুটি-বিচ্যুতি আমার নজরে আনেন এবং গ্রন্থটির উন্নতি বিধানে পরামর্শ দেন, তাহলে বাধিত হব।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।

শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল

অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

November, 2023

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভুমিকা	1
১	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রাচীনত্ব ও অবস্থান	4
২	প্রাচীন পৌণ্ড্র বংশ ও রাজ বৃত্তান্ত	8
৩	সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়	12
৪	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিত্ব - প্রাচীন ও মধ্যযুগ	15
৫	আধুনিক যুগে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	23
৬	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সভা সমিতি	34
৭	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উদ্যোগে পত্র-পত্রিকা ও পৌণ্ড্রসাহিত্য	36
৮	শিক্ষা বিষয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	38
৯	স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	40
১০	স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	45
১১	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পালনীয় তারিখ	52
১২	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্র	53
১৩	লেখক পরিচিতি	55

প্রথম অধ্যায়

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রাচীনত্ব ও অবস্থান

1. পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা কোন দেশে গড়ে উঠে ও তার নাম কি?
   উত্তরঃ- ভারতে। অনেকে মনে করেন পুণ্ড্র সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা।
2. আদি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সভ্যতা কোন যুগের সভ্যতা ছিল ?
   উত্তরঃ- তাম্রযুগের সভ্যতা ছিল। পুরাণ ও মহাভারতের যুগে এই সভ্যতা উন্নতরূপ ধারণ করে।
3. মহাভারতের সভ্যতা কত প্রাচীন ?
   উত্তরঃ- মহাভারতের সভ্যতা পাঁচ হাজার বছরের বেশী পুরানো সভ্যতা।
4. প্রাচীন ভারতে পৌণ্ড্র জাতির রাজ্য কি নামে পরিচিত ছিল ?
   উত্তরঃ- পুণ্ড্রদেশ, পুণ্ড্রবর্ধন, পৌণ্ড্রবর্ধন ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল।
5. পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ-এ কি পৌণ্ড্রদের কথা উল্লেখ আছে ?
   উত্তরঃ- হ্যাঁ। বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রথম ‘পৌণ্ড্র’ শব্দ পাওয়া যায়।
6. কোন কোন পুরাণে পুণ্ড্র দেশ ও পৌণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে ?

উত্তরঃ- বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, গরুড়পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ইত্যাদি পুরাণে।

7. রামায়ণের কোন কাণ্ডে পৌণ্ড্রদের উল্লেখ আছে ?

উত্তরঃ- কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে।

8. পৃথিবীর প্রাচীনতম আইন গ্রন্থের নাম কি, যে গ্রন্থে পৌণ্ড্রদের উল্লেখ আছে ?

উত্তরঃ- মনু সংহিতা ।

9. মহাভারতের কোন কোন পর্বে পুণ্ড্র দেশ ও পৌণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে ?

উত্তরঃ- আদি পর্ব, সভা পর্ব, বন পর্ব, ভীষ্ম পর্ব, দ্রোণ পর্ব, কর্ণ পর্ব, অনুশাসন পর্ব ইত্যাদি পর্বে পুণ্ড্র দেশ ও পৌণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে।

10. প্রাচীন কোন কোন গ্রন্থে পুণ্ড্র দেশ ও পৌণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে ?

উত্তরঃ- ভারত নাট্যশাস্ত্র, পতঞ্জলি প্রণীত মহাভাষ্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, হিয়েঙ সাঙের শি-উ-কি, কলহনের রাজতরঙ্গিণী, বাণভট্টের হর্ষচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে পুণ্ড্র দেশ ও পৌণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে।

11. প্রাচীন কোন কোন বিদেশী পর্যটক ও লেখকদের রচনায় পুণ্ড্র দেশ ও পৌণ্ড্র জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় ?

উত্তরঃ- চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন, হিউয়েণ সাং, তাং সু, গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থেনিস, রোমান কবি ভার্জিল, ঐতিহাসিক প্লিনি, টলেমী, প্রমুখের রচনায় পুণ্ড্র দেশ ও পৌণ্ড্র জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

12. গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনায় পুণ্ড্রদেশ কি নামে অভিহিত হয়েছে ?

উত্তরঃ- গঙ্গারিডি ।

13. বিভিন্ন পুরাণে পুণ্ড্র দেশকে ভারতের কোন অংশে অবস্থিত বলা হয়েছে ?

উত্তরঃ- পূর্বাংশে ।

14. পুণ্ড্রদেশের রাজধানীর নাম কি ছিল ?

উত্তরঃ- মহাস্থানগড় (বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর তীরে)

15. কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মহাস্থানগড়কে প্রাচীন পুণ্ড্রনগরী হিসাবে নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করেন ?

উত্তরঃ- আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম ।

16. প্রাচীন পুণ্ড্র দেশের অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বক্তব্য কি ?

উত্তরঃ- ঐতিহাসিক উইলসনের মতে, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুরের কতকাংশ এবং বিহারের রামগড়, পালামৌ এবং চুনারের কতকাংশ নিয়ে পুণ্ড্রদেশ বিস্তৃত ছিল। ক্যানিংহামের মতে উপরোক্ত স্থানগুলি ব্যতীত পাবনা জেলাও পুণ্ড্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফার্গুসন মনে করেন, রাজমহল ও শিলিগুড়িও প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

17. মহাস্থানগড়ে খনন কাজের ফলে কতগুলি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে ?

উত্তরঃ- ১৭টি স্তর।

18. প্রাচীন পৌণ্ড্র দেশ কোন শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল ?

উত্তরঃ- বস্ত্রশিল্প।

19. প্রাচীন পৌণ্ড্র সাম্রাজ্যের কবে কার দ্বারা পতন ঘটে ?

উত্তরঃ- খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ শশাঙ্কের দ্বারা ।

20. কোন জনজাতি বাংলাদেশের প্রাচীনতম বাসিন্দা ?

উত্তরঃ- পৌণ্ড্র ।

21. গঙ্গারিডি সভ্যতা ও পৌণ্ড্র সভ্যতা কি এক ?

উত্তরঃ- হ্যাঁ । একই সভ্যতা। গঙ্গারিডি হল প্রাচীন পুণ্ড্র বর্ধন রাজ্যের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ দক্ষিণ পুণ্ড্রবর্ধনকে বিদেশীরা গঙ্গারিডি বলত।

22. মহাভারতের সভাপর্বে পুণ্ড্রগণকে কি বলে প্রশংসা করা হয়েছে ?

উত্তরঃ- সুজাতি ও কুলশীলসম্পন্ন বলে প্রশংসা করা হয়েছে।

23. মহাভারতের কর্ণপর্বে পুণ্ড্রগণ কি বলে কথিত হয়েছে ?

উত্তরঃ- শাশ্বত ধর্মযাজী বা সুধর্মনিষ্ঠ ।

24. পৌণ্ড্ররা আর্য তার প্রমান কি ?

উত্তরঃ- কারণ **শাশ্বত** ধর্মযাজী বা সুধর্মনিষ্ঠরা অনার্য হতে পারে না।

25. পৌণ্ড্ররা যে আর্য তাহা কে প্রমাণ করেন ?

উত্তরঃ- পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ।

26. শুদ্র পৌণ্ড্র কারা ?

উত্তরঃ- দক্ষিণ ভারতের পৌণ্ড্ররা। যারা পাণ্ড্য রাজ্য গড়ে তোলেন।

27. 'কুলতন্ত্র' নামক প্রাচীন পুস্তকে পৌণ্ড্রজাতির লক্ষণ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে ?

উত্তরঃ- "দাতাবলী হিতেরতঃ সুমনা দেবসেবকঃ।

কৃষিকর্মোপজীবি চ ষড়বিধং পৌণ্ড্র লক্ষণং।।"

অর্থাৎ পৌণ্ড্ররা দাতা, বলবান, হিতকারী, সুবুদ্ধি, দেবপূজক ও কৃষিজীবী। পৌণ্ড্রদের মধ্যে এই ছয় প্রকার গুনের লক্ষণ আজও বিদ্যমান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন পৌণ্ড্র বংশ ও রাজ বৃত্তান্ত

28. পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় জাতির আদি পুরুষ কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- মহারাজ পুণ্ড্র। নহুশের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র পুরুর বংশধর হলেন পুণ্ড্র। পুণ্ড্র থেকেই পৌণ্ড্রদের উৎপত্তি।

29. হরিবংশ পুরাণের মতে পুণ্ড্র বংশ কিরূপ ?

উত্তরঃ- হরিবংশ পুরাণের মতে যযাতির পুত্র পুরু হইতে পুণ্ড্র পর্যাপ্ত বংশাবলী এইরূপ :- পুরু ১, মহাবীর্য্য ২. প্রতিষ্ঠান ৩, প্রবীর ৪, মনসা ৫. অভয়দ ৬, সুধন্বা ৭, সুবাহু ৮, রৌদ্রাশ্ব ৯. কক্ষে ১০, সভানর ১১, কালানল ১২, সৃঞ্জয় ১৩, পুরঞ্জয় ১৪, জন্মেঞ্জয় ১৫, মহামণি ১৬, মহামণা ১৭, তিতিক্ষু ১৮, উষদ্রথ ১৯, ফেণ ২০, সুতপা ২১, বলি ২২, পুণ্ড্র ২৩।

30. বিষ্ণুপুরাণের মতে পুণ্ড্র বংশ কিরূপ ?

উত্তরঃ- বিষ্ণুপুরাণের মতে যযাতির পুত্র অনু হইতে পুণ্ড্রের উদ্ভব। ইহাতে পুণ্ড্র পর্যন্ত বংশাবলী এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে ঃ- অনু ১, সভানর ২ কালানর ৩, সৃঞ্জয় ৪, পুরঞ্জয় ৫, জন্মেঞ্জয় ৬, মহামণি ৭, মহামনা ৮, ভিতিক্ষু ৯, উপদ্রথ ১০, হেম ১১, সুতপা ১২, বলি ১৩, পুণ্ড্র ১৪।

31. শ্রীমদ্ভাগবত-মতে পুণ্ড্র বংশ কিরূপ ?

উত্তরঃ- শ্রীমদ্ভাগবত-মতে পুণ্ড্র অনুর বংশীয়। বংশক্রম এইরূপ : অনু ১, সভানর ২, কালানর ৩, সুজয় ৪. জন্মেজয় ৫, মহাশান ৬, মহামনা ৭, তিতিক্ষু ৮, রুয়দ্রথ ৯, হেম ১০, সুতপা ১১, বলি ১২, পুণ্ড্র ১৩।

32. ব্রহ্মপুরাণের মতে পুণ্ড্র বংশ কিরূপ ?

উত্তরঃ- ব্রহ্মপুরাণের মতে পুণ্ড্র পুরুর বংশীয়; ইহাতে লিখিত বংশলতা এইরূপ :— পুরু ১, সুদীর ২. মনসা ৩, অভয়দ ৪, সুধন্বা ৫, সুবাহু ৬, রৌদ্রাশ্ব ৭, কক্ষেয়ু ৮. সভানর ৯, কালানল ১০, সৃঞ্জয় ১১. পুরঞ্জয় ১২, জন্মেজয় ১৩, মহাশান ১৪, মহামনা ১৫, তিতিক্ষু ১৬, ঊষদ্রথ ১৭, ফেণ ১৮, সুতপা ১৯, বলি ২০, পুণ্ড্র ২১।

33. ভবিষ্যপুরাণের মতে পৌণ্ড্রদেশ কত ভাগে বিভক্ত ও কি কি ?

উত্তরঃ- ভবিষ্যপুরাণের মতে পৌণ্ড্রদেশ সাত ভাগে বিভক্ত, যথা – গৌড়, বরেন্দ্রভূমি, নীবৃত্ত, বরাহভূমি, বন্ধমান, নারীখণ্ড ও বিন্ধ্যপার্শ্ব।

34. প্রাচীন পৌণ্ড্রগণ ক্ষত্রিয় ধর্মচ্যুত হয় কেন ?

উত্তরঃ- পরশুরামের ভয়ে কৃষিকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করায়।

35. মহাভারতের যুগে ভারত বিখ্যাত পৌণ্ড্র সম্রাট কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- সম্রাট বাসুদেব ।

36. কোন পৌণ্ড্র সম্রাট শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বারকা আক্রমণ করেন ?

উত্তরঃ- পৌণ্ড্র সম্রাট বাসুদেব ।

37. পৌণ্ড্র সম্রাট বাসুদেবের পিতার নাম কি ?

উত্তরঃ- বসুদেব।

38. বসুদেবের দুই পত্নী ও তাদের পুত্রদের নাম কি ?

উত্তরঃ- দুই পত্নী হলেন - সুতনু ও নারাচী। সুতনুর পুত্র হলেন - পৌণ্ড্রক এবং নারাচীর পুত্র হলেন কপিল, যিনি কপিল মুনি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

39. পৌণ্ড্র বাসুদেবের পর কোন কোন পৌণ্ড্র রাজা হন এবং তিনি কার উপাসক ছিলেন ?

উত্তরঃ- পুণ্ড্রক বাসুদেবের কাকা বীরমণি । ইনি শ্রী কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন।

40. পুণ্ড্র সভ্যতার সাথে প্রাচীন কোন কোন সভ্যতার যোগাযোগ ছিল ?

উত্তরঃ- সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা, মিশর, ব্যবিলন প্রভৃতি।

41. অথর্ববেদের সময়কালে কোন কোন পৌণ্ড্র রাজার নাম জানা যায় ?

উত্তরঃ- প্রবীর, মনুস্য, অতনু, সুধন্বা, সুবাহু, কালানল, সৃঞ্জয়, পুরঞ্জয়, মহামনা প্রমুখ পৌণ্ড্র রাজার নাম জানা যায়।

42. খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে কোন পৌণ্ড্র রাজা আজীবিক ধর্ম সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ? কোন গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে ?

উত্তরঃ- পৌণ্ড্র রাজ মহাপৌম। জৈন ভাগবতী গ্রন্থে।

43. কৌটিল্যের বা চাণক্যের সময় পৌণ্ড্র দেশের রাজা কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- সোমদত্ত।

44. সোমদত্ত ছাড়া আর কোন পৌণ্ড্র রাজার নাম কৌটিল্যের বা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় ?

উত্তরঃ- শতানন্দ ।

45. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আধ্যাত্মিক শিক্ষক জৈন আচার্য ভদ্রবাহু কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন ?

উত্তরঃ- পুণ্ড্রবর্ধনে । আচার্য ভদ্রবাহু সম্ভবত পৌণ্ড্র ছিলেন।

46. পঞ্চম শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধনের দুজন স্বাধীন সামন্ত শাসক কারা ছিলেন ?

উত্তরঃ- চিরাতদত্ত ও ব্রহ্মদত্ত।

47. ৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির উপরিক মহারাজ নিযুক্ত হয়েছিলেন কে ?

উত্তরঃ- রাজপুত্র দেব ভট্টারক।

48. সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে কোন পুণ্ড্ররাজার নাম উল্লেখ আছে?

উত্তরঃ- দেবসেন-এর নাম উল্লেখ আছে (সপ্তম শতাব্দীর রাজা)।

49. কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে পুণ্ড্রদেশের কোন রাজার নাম উল্লিখিত আছে ?

উত্তরঃ- রাজা জয়ন্তের নাম উল্লেখিত আছে।

50. কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় পুণ্ড্রনগরের সামন্তরাজার যে কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন তাঁর নাম কী ?

উত্তরঃ- কল্যাণদেবী।

51. জটার দেউল তাম্রলিপি কবে কোথায় আবিষ্কৃত হয় ?

উত্তরঃ- ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। সুন্দরবন এলাকায় জটার দেউলের নিকটবর্তী স্থানে।

52. পুণ্ড্রদেশের শেষ শাসক কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- রাজা জয়ন্ত।

53. পঞ্চ গৌড় কী কী ?

উত্তরঃ- গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকল।

54. মধ্যযুগে পৌণ্ড্রদের পদবী ব্যবস্থায় মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ভূমিকা কি ছিল ?

উত্তরঃ- মহারাজা প্রতাপাদিত্য সুন্দরবন অঞ্চলে রাজ্যস্থাপন করে নতুন বসতি নির্মাণ করেন এবং পৌণ্ড্রদের কর্মানুসারে বিভিন্ন উপাধি সূচক পদে নিয়োগ করেন। সেখান থেকে পৌণ্ড্রদের অনেক পদবীর সূচনা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়

55. শাস্ত্রানুসারে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের 'দশবিধ সংস্কার' কী কী ?

উত্তরঃ- ১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন, ৩। সীমন্তোন্নয়ন, ৪। জাতকর্ম্ম, ৫। নামকরণ, ৬। অন্নপ্রাশন, ৭। চূড়াকরণ, ৮ উপনয়ন, ৯। সমাবর্তন, ১০। বিবাহ।

56. দশবিধ সংস্কার কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ও কী কী ?

উত্তরঃ- দশবিধ সংস্কার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ-**১**। গর্ভ সংস্কার, ২। শৈশব সংস্কার, ৩। কৈশোর সংস্কার, ৪। যৌবন সংস্কার। দশবিধ সংস্কারের প্রথম তিনটি **গর্ভ সংস্কার**, দ্বিতীয় তিনটি **শৈশব সংস্কার,** তৃতীয় তিনটিকে **কৈশোর সংস্কার** এবং চতুর্থটিকে **যৌবন সংস্কার** বলে।

57. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কি উপনয়ন বা পৈতা গ্রহণ বৈধ ?

উত্তরঃ- বৈধ ।

58. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের শ্রাদ্ধ কর্ম কত দিনে হওয়া উচিত ?

উত্তরঃ- দশম দিনে শুদ্ধ হয়ে এগারো দিনে হওয়া উচিত।

59. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গ্রামের কিছু পরিবার দশম দিনে শুদ্ধ হয়ে এগারো দিনে শ্রাদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করে ?

উত্তরঃ- পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ থানার ছোটো সাহেবখালী গ্রামের কিছু পরিবার দশম দিনে শুদ্ধ হয়ে এগারো দিনে শ্রাদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করে।

60. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উপনয়ন কোন বেদ ও কোন সূত্র অনুসারে হয় ?

উত্তরঃ- যজুর্বেদ ও পারস্কর গৃহ্যসূত্র অনুসারে।

61. 'কুলতন্ত্র' নামক প্রাচীন গ্রন্থে পৌণ্ড্রজাতিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ও কি কি ?

উত্তরঃ- চার ভাগে। ১। দক্ষিণ রাঢ়ীয়, ২। উত্তর রাঢ়ীয়, ৩। বঙ্গজ, ৪। ওড্র-পৌণ্ড্র

62. মধ্যযুগে রচিত রামেস্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যানুসারে পৌণ্ড্রদের প্রধান জীবিকা কি ছিল ?

উত্তরঃ- কৃষি।

63. প্রাচীন যুগে পৌণ্ড্রদেশের কোন কোন নগর বিখ্যাত ছিল ?

উত্তরঃ- পূর্বভারতে পৌণ্ড্রদেশে মহাস্থানগড়, কোটিবর্ষ, কাকমারী, চপলা, গৌড়, পাণ্ডুয়া, দেবগড়, সোনামুখী, বর্ধমান, পুষ্পগ্রাম, চন্দ্রকেতুগড়, গঙ্গে প্রভৃতি সুসভ্য নগরে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল ও নগর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে ছিল।

64. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে পৌণ্ড্রদেশের পৃথিবী বিখ্যাত শণবস্ত্রের নাম কি ছিল?

উত্তরঃ- 'দুকুল'

65. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে পৌণ্ড্রদেশের বিখ্যাত রেশমবস্ত্রের নাম কি ছিল?

উত্তরঃ- "পত্রোর্ন"।

66. পৌণ্ড্রদেশের কোন কোন শাড়ী পৃথিবী বিখ্যাত ছিল ?

উত্তরঃ- গাঙ্গেরী, সিলহটি, মেঘ উদুম্বর প্রভৃতি নামের শাড়ী ছিল পৃথিবী বিখ্যাত।

67. পৌণ্ড্রদেশের বিখ্যাত আখের নাম কী ছিল?

উত্তরঃ- পৌণ্ড্রিক।

68. পুণ্ড্রদেশ সারা পৃথিবীতে কোন দ্রব্য রপ্তানী করত ?

উত্তরঃ- তামা ।

69. পৌণ্ড্রদেশের স্বর্ণ মুদ্রার নাম কী ছিল ?

উত্তরঃ- ক্যালটিস।

70. পুণ্ড্রদেশের সর্বপ্রধান কৃষিজাত ফসলের নাম কি ?

উত্তরঃ- ধান।

71. শ্রীচৈতন্যদেব কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের বাড়ীতে অতিথি হিসাবে ছিলেন ?

উত্তরঃ- ছত্রভোগ অধিপতি রামচন্দ্র খাঁ নস্করের বাড়ীতে।

72. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পালিত ধর্ম কী নামে পরিচিত ?

উত্তরঃ- সনাতন ধর্ম বা সনাতন হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত।

73. ১৯২৮-২৯ খ্রিষ্টাব্দে কতজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উপবীত (পৈতা) ধারণ করেন ?

উত্তরঃ- প্রায় দশ হাজার।

74. কোন ব্রাহ্মণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উপবীত গ্রহণে ব্রাহ্মণ সমাজের নিষেধ উপেক্ষা করে সহযোগিতা করেন ?

উত্তরঃ- দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ও তাঁর ভাই এবং আরও কিছু ব্রাহ্মণ।

চতুর্থ অধ্যায়

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিত্ব - প্রাচীন ও মধ্যযুগ

75. মহাভারতের যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিত্ব কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- পৌণ্ড্রক বাসুদেব।

76. পৌণ্ড্রক বাসুদেব মহাভারতের যুদ্ধে কোন পক্ষে অংশগ্রহণ করেন ?

উত্তরঃ- কৌরব পক্ষে।

77. পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মিত্র রাজা কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- কাশীরাজ। এছাড়া নিষাদরাজ একলব্যও তাঁর মিত্র ছিলেন।

78. পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পিতা ও মাতার নাম কি ?

উত্তরঃ- পিতার নাম বসুদেব এবং মাতার নাম সুতনু।

79. প্রাচীনযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষী কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- মহামুনি কপিল।

80. মহামুনি কপিলের পিতা ও মাতার নাম কি ?

উত্তরঃ- পিতার নাম বসুদেব এবং মাতার নাম নারাচী। ভাগবতে কপিল মুনিকে চব্বিশজন অবতারের একজন বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তাঁর পিতার নাম কর্দম ঋষি এবং মাতার নাম দেবহুতি।

81. মহামুনি কপিল রচিত দর্শন গ্রন্থের নাম কি ?

উত্তরঃ- সাংখ্য দর্শন।

82. মহামুনি কপিল কোথায় বসবাস করতেন?

উত্তরঃ- প্রাচীন সগরদ্বীপ (বর্তমানে সাগরদ্বীপ)। এখানেই তিনি সাংখ্যদর্শন রচনা করেন।

83. পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শনের নাম কি ?

উত্তরঃ- মহামুনি কপিলের সাংখ্য দর্শন।

84. সাংখ্য দর্শনকে কেন আস্তিক দর্শন বলা হয় ?

উত্তরঃ- বেদের প্রতি আস্থা থাকায় সাংখ্য দর্শনকে আস্তিক্য দর্শন বলা হয়।

85. সাংখ্য দর্শন দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী ?

উত্তরঃ- কঠোরভাবে দ্বৈতবাদী।

86. সাংখ্য দর্শনের মূল বিষয়বস্তু কী ?

উত্তরঃ- সাংখ্য দর্শনের মতে, জগৎ দু'টি সত্যের দ্বারা গঠিত, **পুরুষ** (সাক্ষ্য-চৈতন্য) ও **প্রকৃতি** (আদি-পদার্থ)। এখানে পুরুষ হচ্ছে চৈতন্যময় সত্ত্বা যা পরম, স্বাধীন, মুক্ত এবং ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বাইরে। যাকে যেকোনো অভিজ্ঞতা অথবা শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। আর প্রকৃতির সত্ত্বা হচ্ছে জড় রূপা। এটি নিষ্ক্রিয় বা অচেতন এবং *সত্ত্ব, রজঃ* ও *তমঃ* -এই ত্রিগুণের সাম্যবস্থা। প্রকৃতি পুরুষের সংস্পর্শে আসলে প্রকৃতিতে ত্রিগুণের এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, এবং প্রকৃতির প্রকাশ পায় বা অস্তিত্বমান হয়। একে বলা হয় *বিকৃতি*। বিকৃতির ফলে সৃষ্টিতে আরও তেইশ তত্ত্বের বিকাশ লাভ করে। প্রকৃতি, পুরুষ এবং তেইশ তত্ত্ব সহ মোট **পঁচিশ তত্ত্ব** হচ্ছে সাংখ্য দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। "জীব" হচ্ছে সেই অবস্থা, যেখানে পুরুষ প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়। আর এই বন্ধনের অবসানকে বলা হয় *মোক্ষ বা মুক্তি বা কৈবল্য অবস্থা*। এই দর্শনে "ঈশ্বর" বলতে “পুরুষ” বুঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়।

87. মহামুনি কপিলের সাংখ্য দর্শনকে আধুনিক কোন মতবাদের উৎস মনে করা হয় ?

উত্তরঃ- ডারউইনের বিবর্তনবাদের উৎস মনে করা হয়।

88. প্রথম কোন দর্শনে বিবর্তনবাদের কথা বলা হয় ?

উত্তরঃ- মহামুনি কপিলের সাংখ্য দর্শনে প্রথম বিবর্তনের কথা বলা হয়।

89. কে সাংখ্য দর্শনের সাথে ডারউইনের বিবর্তনবাদের যোগসূত্র নির্ণয় করেন ?

উত্তরঃ- সতীশচন্দ্র মুখার্জী।

90. সাংখ্য দর্শনের সাথে ডারউইনের বিবর্তনবাদের যোগসূত্র ব্যাখ্যা কিরূপ ?

উত্তরঃ- সাংখ্য দর্শনের মতে, সৃষ্টি ও ধ্বংসের অবিরাম চক্রের মাধ্যমেই জগতসংসার উন্মোচিত হয়: চেতনা অথবা আত্মা পদার্থের রুপ নিয়ে আবার পদার্থকে ত্যাগ করে। এই চক্রগুলোকে প্রজাতির সৃষ্টি এবং মহাজগতের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাখ্যা হিসেবে দেখা হয়। সতীশচন্দ্র মুখার্জীর মতে, সাংখ্য দর্শন ছিল বিবর্তন তত্ত্বের একটি মহাজাগতিক রুপ।

91. প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবর্তনবাদের জনক কে ?

উত্তরঃ- মহামুনি কপিল।

92. গ্রীক দর্শন কোন ভারতীয় দর্শনের কাছে বিশেষভাবে ঋণী ?

উত্তরঃ- মহামুনি কপিলের সাংখ্য দর্শনের কাছে।

93. কে মহামুনি কপিলকে "বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক" বলেছেন ?

উত্তরঃ- স্বামী বিবেকানন্দ।

94. "জগতে এমন কোনো দর্শন নেই, যা কপিলের কাছে ঋণী নয়।" উক্তিটি কার ?

উত্তরঃ- স্বামী বিবেকানন্দ।

95. মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বধর্ম রক্ষায় মুলিমদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন ?

উত্তরঃ- সুন্দরবন অঞ্চলের দক্ষিণ রায়।

96. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দক্ষিণ রায় কার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেন ?

উত্তরঃ- ত্রয়োদশ শতকে বহিরাগত ইসলাম ধর্মযোদ্ধা বড় খাঁ গাজীর সঙ্গে।

97. বিদেশী মুসলিম ধর্মযোদ্ধা বড় খাঁ গাজী ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দক্ষিণ রায়ের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ?

উত্তরঃ- দীর্ঘকালীন যুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু কেউ জয়লাভ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়।

98. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দক্ষিণ রায়কে সুন্দরবনের মানুষ দেবতা হিসাবে দেখে কেন ?

উত্তরঃ- ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর দক্ষিণ রায়ের কাহিনী'তে লিখেছেন, বঙ্গে পাঠান অধিকারের প্রথম যুগে পীর, গাজীরা সশস্ত্র ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই কালে দক্ষিণ রায় স্বধর্ম রক্ষায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সেই কারণে তিনি এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে সাধারণ মানুষের কাছে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় দেবত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

99. মুসলিমদের সাথে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দক্ষিণ রায়ের দীর্ঘকালীন যুদ্ধের দ্বারা কি প্রমাণিত হয় ?

উত্তরঃ- মুসলিমদের সাথে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দক্ষিণ রায়ের দীর্ঘকালীন যুদ্ধের দ্বারা প্রমাণিত হয় ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বিদেশী মুসলিমদেরকে সহজে মেনে নেয়নি। এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দেশপ্রেমের পরিচায়ক। এই যুদ্ধের ঘটনা আরও প্রমাণ করে যে, "উচ্চবর্ণের অত্যাচারে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে" - এই বক্তব্য অসত্য, অতিকথা বা মিথ। বরং এই যুদ্ধের ঘটনা আরও প্রমাণ করে, অস্ত্রের সাহায্যে ভারতে ইসলামের প্রসার ঘটে ছিল এবং শুধুমাত্র তৎকালীন

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই নয়, মুসলিম ধর্মীয় পীর ও গাজীরা ধর্ম প্রচারের জন্য অস্ত্র ধারণ করত। এই যুদ্ধে দক্ষিণ রায় পরাজিত হলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অস্তিত্ব থাকত না। এই যুদ্ধের দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও একটি যোদ্ধা জাতি।

100. ভাঙড় থানার মুলীমুকুন্দপুর গ্রামে খাঁয়ের মায়ের দীঘি কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

উত্তরঃ- মধ্যযুগের অন্যতম প্রভাবশালী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দেওয়ান রামজীবন খাঁ।

101. দেওয়ান রামজীবন খাঁ কার দেওয়ান ছিলেন ?

উত্তরঃ- রামজীবন খাঁ ২৪ পরগণা জেলার ধাড়া নগরের শাসক হরিহর রায়ের দেওয়ান ছিলেন।

102. মধ্যযুগে দক্ষিণবঙ্গের অধিপতি ছিলেন কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ?

উত্তরঃ- রামচন্দ্র খাঁ লস্কর। তাঁকে ছত্রভোগ অধিপতিও বলা হত। মনে করা হয় ছত্রভোগ তাঁর রাজধানী ছিল।

103. শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে যাওয়ার সময় কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

উত্তরঃ- ছত্রভোগ অধিপতি রামচন্দ্র খাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

104. ছত্রভোগ অধিপতি রামচন্দ্র খাঁ ও শ্রীচৈতন্যদেবের বিষয়ে কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে ?

উত্তরঃ- বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত" গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

105. শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট থেকে সরাসরি বৈষ্ণব দীক্ষা নেন প্রথম কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ?

উত্তরঃ- ছত্রভোগ অধিপতি রামচন্দ্র খাঁ।

106. লস্কর কাদের বলা হত ?

উত্তরঃ- যারা নৌ চালনায় সুদক্ষ ছিল তাদের লস্কর বলা হত। লস্কর থেকেই নস্কর পদবী এসেছে।

107. মধ্যযুগের বিখ্যাত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চারণকবির নাম কি ? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

উত্তরঃ- দুর্লভ হালদার। বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্দিরবাজার থানার ইনাতপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

108. চারণকবি দুর্লভ হালদার নবাবের নিকট থেকে কি উপাধি পান ?

উত্তরঃ- 'রায়' উপাধি পান এবং "দুর্লভ রায়" নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি নবাবের সভাকবি পদ লাভ করেন।

109. চারণকবি দুর্লভ রায় হালদারের পিতার নাম এবং পেশা কি ছিল ?

উত্তরঃ- করাতিমোহন হালদার। দারুশিল্পী ছিলেন।

110. চারণকবি দুর্লভ রায় হালদার তাঁর পিতা রাজরোষে নবাবের দ্বারা বন্দী হলে কীভাবে মুক্ত করেন ?

উত্তরঃ- গান গেয়ে নবাবকে সন্তুষ্ট করে পিতাকে মুক্ত করেন।

111. চারণকবি দুর্লভ রায় হালদার তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ মন্দিরের জন্য অষ্টধাতুর বিগ্রহ কোথা থেকে আনেন ?

উত্তরঃ- কাশীধাম থেকে।

112. মহাকবি কালিদাসের কোন কাব্যে নিম্নবঙ্গের মানুষ অর্থাৎ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নৌযুদ্ধে খুবই পারদর্শী ও পরাক্রমের উল্লেখ আছে ?

উত্তরঃ- রঘুবংশম্ কাব্যে।

113. ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সুন্দরবন অঞ্চলে নির্মিত জটার দেউল মন্দির দ্বারা কি প্রমাণিত হয় ?

উত্তরঃ- এটির দ্বারা প্রমাণিত হয় সুন্দরবন অঞ্চলে সনাতন বা হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য ছিল। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন বলে সবাই বৌদ্ধ হয়েছিলেন এইমত সঠিক নয়।

114. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মধ্যযুগে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি কার সেনাপতি ছিলেন ?

উত্তরঃ- সেনাপতি রঘু। (বর্তমানে রঘুর বংশধররা "সরকার" পদবী ব্যবহার করেন) । রঘু, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন।

115. বিদেশী মুঘলদের বিরুদ্ধে মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেনাপতি রঘু কোন বিভাগের সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব পান ?

উত্তরঃ- পার্বত্য কুকি সৈন্য বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব পান।

116. মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সৈন্যদের মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কোন সৈন্য রূপে যুদ্ধ করত ?

উত্তরঃ- ঢালী সৈন্য রূপে যুদ্ধ করত।

117. মধ্যযুগে যুদ্ধ থেকে উৎপত্তি হয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এমন কিছু পদবীর নাম বল।

উত্তরঃ- মৃধা, ঢালী, রায়, মণ্ডল, বরকন্দাজ, বর্মণ, হালদার, লস্কর বা নস্কর ইত্যাদি।

118. বর্মণ কথার অর্থ কী ?

উত্তরঃ- রক্ষাকারী, যিনি বর্মের ন্যায় দেশকে রক্ষা করেন তিনিই বর্মণ।

119. মধ্যযুগে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে কাদের দ্বারা ?

উত্তরঃ- বিদেশী মুসলিম, মগ ও পুর্তগীজদের দ্বারা।

120. মগ ও পুর্তগীজ হার্মাদরা সুন্দরবনে কীভাবে অত্যাচার করত ? এর ফল কী হয়েছিল ?

উত্তরঃ- মধ্যযুগে বিশেষকরে মুঘল যুগে সুন্দরবনে মগ ও পূর্তগীজ হার্মাদদের দ্বারা ব্যাপক অত্যাচার শুরু হয় যার ফলে এই অঞ্চলে মনুষ্য বসতি কমতে শুরু করে। বারনিয়েরের ভ্রমণ কাহিনীতে পাওয়া যায়- চৌর্য ও দস্যুতাই উহাদের প্রধান ব্যবসা ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

জাহাজ নিয়ে তারা সমুদ্রপথে দ্বীপপুঞ্জের উপর পড়ত অথবা নদী নালা বাহিয়া শতাধিক মাইল পর্যন্ত দেশের ভিতর প্রবেশ করত। তারা যা পেত তাই লুঠ করত। পুরুষ নারী সকলকে অসাধারণ নির্দয়তার সহিত ধরে নিয়ে যেত ও বিক্রি করে দিত এবং জোর করে খ্রিস্টান করত। খ্রিষ্টান মিশনারিরা ১০ বছরে যা করতে পারত না, এরা একবছরে তা করে গর্ব অনুভব করত।" তাদের অত্যাচারে সুন্দরবন **'মগের মুলুক'** হয়ে ওঠে এবং সুন্দরবন জনশূন্য হয়ে পড়ে। **ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারও** একটি বিবরণ দিয়েছেন। তা থেকে জানা যায় হার্মাদরা বন্দীদিগের হাতের তালু ছিদ্র করে তারমধ্যে বেত চালিয়ে দিয়ে শতশত স্ত্রীপুরুষকে পশুর মত টেনে এনে জাহাজের পাটাতনের নিচে রাখত এবং লোকে যেরূপ পাখিদের জন্য শস্য ছড়িয়ে দেয়-সেই ভাবে তুণ্ডুলমুষ্টি হতভাগ্যদের সম্মুখে ছড়িয়ে দিত। অনেকেই মারা যেত। যাহারা বাঁচত তাদের দাক্ষিণাত্যের ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের কাছে বিক্রি করত। **অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষরা নিদারুণ অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন।**

121. মধ্যযুগে হার্মাদদের অত্যাচার ছাড়া আর কোন কারণে সুন্দরবন অঞ্চলের জনবসতি হ্রাস পায় ?

উত্তরঃ- প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিশেষকরে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে।

122. কবে, কার নেতৃত্বে সুন্দরবনে জঙ্গল হাসিলের কাজ আরম্ভ হয় ?

উত্তরঃ- ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে ক্লাউড রাসেলের নেতৃত্বে।

123. বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চলে বিদেশী ব্রিটিশরা কটি তালুক পত্তন করে ?

উত্তরঃ- ১৪৪ টি। ১৭৮৪-তে।

124. মধ্যযুগে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কোন শিল্পে যথেষ্ট পারদর্শী ছিল ?

উত্তরঃ- লবণ তৈরি ও নৌ নির্মাণ শিল্পে।

পঞ্চম অধ্যায়

আধুনিক যুগে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

125. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের জনক কাকে বলা হয় ?

উত্তরঃ- পণ্ডিত বেনিমাধব দেব হালদার মহাশয়কে।

126. উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের **আত্মমর্যাদা আন্দোলনে** (Self-respect Movement) কারা নেতৃত্ব দেন ?

উত্তরঃ- পণ্ডিত বেনিমাধব দেব হালদার, শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ, মহাত্মা রাইচরণ সরদার, মণিন্দ্রনাথ মণ্ডল, মহেন্দ্রনাথ করণ প্রমুখ।

127. পৌণ্ড্র সমাজে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রধান কারণ কি ছিল ?

উত্তরঃ- নিম্নতর সামাজিক অবস্থান থেকে মুক্তি ও পৌণ্ড্রদের "ক্ষত্রিয়ত্ব" প্রতিষ্ঠা।

128. কোন বছরে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ আন্দোলনের সূচনা হয় এবং কে সূচনা করেন ?

উত্তরঃ- ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে। পণ্ডিত বেনিমাধব দেব হালদার ।

129. পণ্ডিত বেনিমাধব দেব হালদার কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতা ও মাতার নাম কি ?

উত্তরঃ- পণ্ডিত বেনিমাধব দেব হালদার **১৮৫৮** খ্রিষ্টাব্দে, অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার ডায়মন্ডহারবার মহাকুমার অন্তর্গত মগরাহাট থানার রঙ্গিলাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র হালদার এবং তাঁর মাতার নাম ভগবতী দেবী।

130. **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিয়ে প্রথম সভা কে কোথায় ডাকেন এবং এর ফল কী হয়ে ছিল ?**

উত্তরঃ- ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে পণ্ডিত বেনিমাধব দেব হালদার রঙ্গিলাবাদে নিজ বাসভবনে। এর ফলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নবজাগরণ শুরু হয়।

131. পণ্ডিত বেনিমাধব দেব হালদার প্রণীত গ্রন্থের নাম কি ?

উত্তরঃ- "ব্রাত্যক্ষত্রিয় পরিচয়"।

132. পণ্ডিত বেনিমাধব দেব হালদারের পেশা কি ছিল ?

উত্তরঃ- শিক্ষকতা। পরে হেডপণ্ডিত হন।

133. কোন কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জমিদার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্মমর্যাদা আন্দোলনে পণ্ডিত বেনিমাধব দেব হালদার মহাশয়কে অর্থসাহায্য করেন ?

উত্তরঃ- বেলেঘাটার জমিদার রামকৃষ্ণ নস্কর, কোটালপুর কুন্দরালির জমিদার জয়কৃষ্ণ মণ্ডল এবং গোবিন্দপুরের জমিদার কালীচরণ কয়াল প্রমুখ।

134. "জাতিচন্দ্রিকা" গ্রন্থ কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রচনা করেন ?

উত্তরঃ- মনীষী শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ।

135. পৌণ্ড্র জাতিসত্ত্বা নির্মাণে কোন গ্রন্থের বিশেষ ভূমিকা ছিল ?

উত্তরঃ- "জাতিচন্দ্রিকা"।

136. কে ‘আর্য পৌণ্ড্রক’ গ্রন্থ রচনা করে পৌণ্ড্র সমাজের আত্মমর্যাদা আন্দোলনকে গতিশীল করেন?

উত্তরঃ- মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল।

137. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বা বি.এ. পাশ ব্যক্তি কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- মহাত্মা রাইচরণ সরদার।

138. মহাত্মা রাইচরণ সরদার কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতা ও মাতার নাম কি ?

উত্তরঃ- মহাত্মা রাইচরণ সরদার ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার ডায়মন্ডহারবার মহাকুমার অন্তর্গত মগরাহাট থানার বন-সুন্দরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গদাধর সরদার এবং তাঁর মাতার নাম লক্ষ্মীদেবী।

139. মহাত্মা রাইচরণ সরদার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্মজাগরণের জন্য কবে, কোন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন ?

উত্তরঃ- “ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি”। এটি ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

140. মহাত্মা রাইচরণ সরদার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্মজাগরণের জন্য কবে, কোন পত্রিকা প্রকাশ করেন ?

উত্তরঃ- ১৯১০ সালে “ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব” পত্রিকা প্রকাশ করেন।

141. মহাত্মা রাইচরণ সরদার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্মজাগরণের জন্য কটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ?

উত্তরঃ- পাঁচটি।

142. মহাত্মা রাইচরণ সরদারের আত্মজীবনীর নাম কি ?

উত্তরঃ- “দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা”।

143. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় লিখিত প্রথম আত্মজীবনীর নাম কি ?

উত্তরঃ- মহাত্মা রাইচরণ সরদারের আত্মজীবনী “দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা”।

144. মহাত্মা রাইচরণ সরদার লিখিত দুটি গ্রন্থের না লেখ।

উত্তরঃ- "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমস্যা" এবং "শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্যপুণ্ড্র।"

145. কে 'আর্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ' (১৯১৭) গ্রন্থ রচনা করে পৌণ্ড্র সমাজের আত্মমর্যাদা আন্দোলনকে গতিশীল করেন?

উত্তরঃ- মুর্শিদাবাদের পূর্ণচন্দ্র রায়।

146. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ।

147. ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতা ও মাতার নাম কি ?

উত্তরঃ- ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ **১৮৮৬** খ্রিষ্টাব্দের **১৯শে** নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার খেজুরি থানার অন্তর্গত ভাঙনমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ক্ষেমানন্দ করণ এবং তাঁর মাতার নাম সুভদ্রা দেবী।

148. ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ লিখিত ইতিহাস গ্রন্থগুলির নাম লেখ ?

উত্তরঃ- "A Short History and Ethnology of the Cultivating Pod", "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ", "হিজলীর মসনদ-ই-আলা" এবং "খেজুরী বন্দর"।

149. ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ প্রকাশিত পত্রিকার নাম কি ছিল ?

উত্তরঃ- "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার"।

150. "সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতি" কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উত্তরঃ- ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর মহাত্মা রাইচরণ সরদার আহুত বারুইপুর থানার কোটালপুর কুন্দরালি গ্রামে জমিদার

জয়কৃষ্ণ মণ্ডলের বাড়ীতে যে সামাজিক সম্মেলন হয় সেখানে "সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়।

151. ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ প্রতিষ্ঠিত দুটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের নাম কী ছিল।

উত্তরঃ- খেজুরি সাধারণ পাঠাগার এবং আলেকজান্দ্রা দাতব্য চিকিৎসালয়।

152. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জমিদার সাগর মেলার হাজার হাজার তীর্থযাত্রীদের নিজের বাসভবনে আশ্রয় দিতেন ?

উত্তরঃ- সুন্দরবন অঞ্চলের শিবকালীনগরের জমিদার ঈশানচন্দ্র কামার। তাঁর ঈশানভবন সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

153. বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগীত সাধক কে ছিলেন ? তিনি কি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন ?

উত্তরঃ- সংগীতসাধক ভীমচন্দ্র সরদার (১৮৮৩-১৯৬১)। তিনি **"ভীম ওস্তাদ"** নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

154. ভীম ওস্তাদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

উত্তরঃ- ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার ডায়মন্ডহারবার মহাকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার ঘোষেরচক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

155. বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় টপ্পা ঘরানার কবিগান গায়ক কে ছিলেন ? তিনি কি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন ?

উত্তরঃ- সনাতন মণ্ডল। তিনি **"সনাতন টপ্পাদার"** নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

156. সনাতন টপ্পাদার কোথায় বাস করতেন ?

উত্তরঃ- সনাতন টপ্পাদার অবিভক্ত বঙ্গের সাতক্ষীরার ড্যামরাইল গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পরে তিনি স-পরিবারে হাসনাবাদ থানার ছোটো সাহেবখালী গ্রামে চলে আসেন। ছোটো সাহেবখালী গ্রাম বর্তমানে হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত।

157. সনাতন টপ্পাদারের খ্যাতি কে ধরে রেখেছিলেন ?

উত্তরঃ- তাঁর পুত্র কালিপদ মণ্ডল বা কালিপদ টপ্পাদার।

158. কালিপদ টপ্পাদারের শ্রেষ্ঠ শিষ্য কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- কালিপদ টপ্পাদারের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন স্বরুপনগর বিধান সভার কৈজুড়ি-বাঁকড়ার প্রফুল্ল সরকার। প্রফুল্ল সরকার আকাশবাণীতে তরজা গান গাইতেন। প্রফুল্ল সরকার দীর্ঘদিন ছোটো সাহেব খালিতে কালিপদ মণ্ডলের বাড়ীতে থেকে কবি ও তরজা গান শেখেন।

159. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কবিত্ব শক্তির জন্য "কাব্যসাগর" উপাধিতে ভূষিত হন ?

উত্তরঃ- পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণি।

160. পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণি প্রকাশিত গ্রন্থগুলি কি কি ?

উত্তরঃ- পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণি প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল 'অন্ধমুনি', 'গোস্বামী মাহাত্ম্য', 'ময়দার মহাকালী', 'গঙ্গাস্নান বা চক্রতীর্থ মাহাত্ম্য', 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কাহিনী', 'শ্রীশ্রী বিশালাক্ষীদেবীর শাঁখা পরা', 'হরিনাম সংকীর্তন পদাবলী' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

161. ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরবাজারের বীরেশ্বরপুরে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি কোন কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের নামে ?

উত্তরঃ- গৌরমোহন মণ্ডল ও তাঁর পুত্র শচীন মণ্ডলের নামে।

162. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষক বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য নিজের মায়ের মূল্যবান অলংকার বিক্রি করে দেন ?

উত্তরঃ- শিক্ষাব্রতী ডাক্তার ভূষণচন্দ্র নস্কর। ইনি মন্দিরবাজার থানার জগদীশপুর গ্রামের সিতিকণ্ঠ ইন্সটিটিউশনের শিক্ষক ছিলেন, আবার ডাক্তারও ছিলেন।

163. শিক্ষাব্রতী ডাক্তার ভূষণচন্দ্র নস্কর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি কী ছিল?

উত্তরঃ- সমাজ কথা, দক্ষিণবঙ্গ সংস্কৃতি ও সাহিত্য মেলা স্মরণিকা, পৌণ্ড্রদর্পণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম প্রচার লীলাস্থলী ছত্রভোগ ও রামচন্দ্র খান, ছত্রভোগ অঞ্চলের পারমার্থিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাস্তব চিত্র, কর্মবীর সিতিকণ্ঠ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

164. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষক অত্যন্ত দানী ও স্বজাতীবান্ধব ছিলেন ?

উত্তরঃ- হরমোহন হালদার। ইনি হিঙ্গলগঞ্জ থানার দুলদুলী মঠবাড়ি গ্রামের প্রসিদ্ধ হালদার বংশের সন্তান ছিলেন এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগরের নকীপুর হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

165. দেশ ও স্বজাতীয় সমাজের সেবায় কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ?

উত্তরঃ- বেলেঘাটার জমিদার পরিবার নস্করদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

166. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের দান করা জমিতে কলকাতার সল্টলেক সিটি গড়ে উঠেছে ?

উত্তরঃ- বেলেঘাটার জমিদার পরিবারের সন্তান **হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের** দান করা জমিতে কলকাতার সল্টলেক সিটি গড়ে উঠেছে।

167. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় **হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়** কত দামে সল্টলেকের জমি হস্তান্তর করেন ?

উত্তরঃ- মাত্র এক টাকায় ।

168. স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন চলা কালে কোন বাড়ীর মহিলারা ফার্স্ট এডের সামগ্রী নিয়ে বসে থাকতেন এবং কেন ?

উত্তরঃ- বেলেঘাটার জমিদার পরিবারের মহিলারা। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী পুরুষদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য।

169. ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় অন্নসত্র খুলে বহু মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজসেবী ?

উত্তরঃ- সমাজসেবী স্বাধীনতাসংগ্রামী পতিরাম রায়।

170. কোন কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় "সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন ?

উত্তরঃ- পতিরাম রায় ও ভোলানাথ ব্রহ্মচারী।

171. বসিরহাট লোকসভার প্রথম সাংসদ ছিলেন কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ?

উত্তরঃ- পতিরাম রায় ।

172. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী পতিরাম রায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার নাম কি ছিল ?

উত্তরঃ- "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়"।

173. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের চেষ্টায় সন্দেশখালীর খুলনাতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উত্তরঃ- বিনোদ বিহারী গায়েনের প্রচেষ্টায়।

174. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষাব্রতী মঙ্গলচন্দ্র মণ্ডল বিখ্যাত কেন ?

উত্তরঃ- মঙ্গলচন্দ্র মণ্ডল প্রায় ৬০ বিঘা সম্পত্তি বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেছিলেন। তাঁর নামাঙ্কিত ছোট মোল্লাখালীর মঙ্গল চন্দ্র বিদ্যাপীঠ সুন্দরবনের শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

175. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন ?

উত্তরঃ- বঙ্কিমচন্দ্র রায় (১৯৭৪)।

176. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পুঁথি বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা কত ?

উত্তরঃ- অক্ষয়কুমার কয়াল । প্রায় তিন হাজার (৩০০০)।

177. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের, কোন গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ?

উত্তরঃ- অক্ষয়কুমার কয়ালের পট ও পটুয়া বিষয়ক ইংরেজি গবেষণা গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

178. ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধীর দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণায় কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সাংসদ কংগ্রেস ত্যাগ করেন ?

উত্তরঃ- জয়নগর লোকসভার সাংসদ শক্তিকুমার সরকার।

179. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সাংসদ মরিচঝাঁপিতে সাধারণ নিরীহ মানুষের উপর বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ বাহিনীর গুলিচালনা ও নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন ?

উত্তরঃ- জয়নগর লোকসভার সাংসদ শক্তিকুমার সরকার।

180. জয়নগর লোকসভার সাংসদ শক্তিকুমার সরকারের মৃত্যুতে মুক্ত 'সমাজ পত্রিকা' কি মন্তব্য করেছিল ?

উত্তরঃ- 'মুক্ত সমাজ' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, **"মাঝে মাঝে পৃথিবীতে কেহ কেহ জন্মান যারা অনায়াসে অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র পরান্মুখ হন না। শক্তিকুমার সরকার ছিলেন তাদেরই একজন।"**

181. ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেও স্বাধীনচেতা মনোভাবের করণে কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেননি ?

উত্তরঃ- বসন্তকুমার মণ্ডল।

182. কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পাওয়ার প্লেস এবং কেক তৈরির কারখানা স্থাপন করেন কে ?

উত্তরঃ- বসন্ত কুমার মণ্ডল।

183. 'নীলদর্পণ', 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' ইত্যাদি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় খ্যাতিলাভ করেন ?

উত্তরঃ- বসন্ত কুমার মণ্ডল।

184. 'গঙ্গারিডি রিসার্চ সেন্টার' কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং কোথায় ?

উত্তরঃ- ইতিহাস পথিক নরোত্তম হালদার কাকদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন।

185. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সর্ব ভারতীয় জাতীয় পুরস্কার 'সাহিত্যশ্রী' লাভ করেন ?

উত্তরঃ- ইতিহাস পথিক নরোত্তম হালদার (১৯৮৯)।

186. তপশিলি তালিকা থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বাদ দেয়ার জন্য কোন কোন পৌণ্ড্র সমাজ নেতা সচেষ্ট হয়ে ছিলেন ?

উত্তরঃ- মহাত্মা রাইচরণ সরদার, হেমচন্দ্র নস্কর, রাখালচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ।

187. তপশিলি তালিকা থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বাদ দেয়ার জন্য পৌণ্ড্র সমাজ নেতারা সচেষ্ট হয়েছিলেন কেন ?

উত্তরঃ- পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীর সঙ্গে তপসিলি সুবিধা অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং এটি মর্যাদা হানিকরও ছিল। সংরক্ষণ পেয়ে জাতির লড়াকু মানসিকতা নষ্ট হয়ে যাবে বলে তারা মনে করেন।

188. কোন হিন্দু নেতা হিন্দু মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু ঐক্যের ডাক দিয়ে পৌণ্ড্র অধ্যুষিত এলাকা ভ্রমণ করেন এবং পৌণ্ড্র জাগরণে সহযোগিতা করেন ?

উত্তরঃ- ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ।

189. ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের হিন্দু ঐক্যের ডাকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কি ভূমিকা নিয়েছিল ?

উত্তরঃ- পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা হিন্দু ঐক্যের ডাকে সাড়া দিয়েছিল এবং বিভিন্ন যায়গায় অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল।

190. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জয়ী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কারা ছিলেন।

উত্তরঃ- হেমচন্দ্র নস্কর, অনুকূল চন্দ্র দাস ও পতিরাম রায়।

191. কবে, কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কলিকাতার মেয়র পদে নির্বাচিত হন ?

উত্তরঃ- ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে হেমচন্দ্র নস্কর।

192. ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কোন কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জয়লাভ করেন ?

উত্তরঃ- হেমচন্দ্র নস্কর, অর্ধেন্দু শেখর নস্কর, রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং আরবিন্দু গায়েন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সভা সমিতি

193. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্ম-জাগরণে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সমিতি কি ছিল এবং এটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উত্তরঃ- "ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি"। **১৯০৯** সালে।

194. "ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি" কারা প্রতিষ্ঠা করেন ?

উত্তরঃ- মহাত্মা রাইচরণ সরদার, মধুসূদন সরদার, রামতারণ নস্কর, নন্দলাল মণ্ডল ও গোপালচন্দ্র দত্ত প্রমুখ।

195. ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতির নাম কবে "সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়" সমিতি হয়?

উত্তরঃ- ১৯১৭ সালের ২রা ডিসেম্বর কোটালপুর-কুন্দরালির জমিদার জয়কৃষ্ণ মণ্ডলের বাস ভবনে অনুষ্ঠিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্মেলনে।

196. কবে, কার উদ্যোগে হাসনাবাদ (বর্তমানে হিঙ্গলগঞ্জ) থানার সাহেবখালী গ্রামে সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্মেলন হয় ?

উত্তরঃ- ১৯৩২ সালের ২৬শে মার্চ, শচীন্দ্রনাথ মণ্ডলের উদ্যোগে।

197. "খুলনা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্রসংঘ" কার উদ্যোগে কবে, প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উত্তরঃ- রাজেন্দ্র নাথ সরকারের উদ্যোগে **১৯২২** সালের ২৪শে আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

198. খুলনাতে দুদিনের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্মেলন কবে হয় ?

উত্তরঃ- ১৯৩২ সালের, ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারী।

199. ১৯৩২ সালে খুলনাতে দুদিনের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্মেলনে ছোটো সাহেবখালী গ্রাম থেকে কে প্রতিনিধিত্ব করেন ?

উত্তরঃ- বিরাজমোহন মণ্ডল।

200. 'খুলনা জেলা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতি' কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উত্তরঃ- ১৯৪৭ সালের ২৪শে নভেম্বর।

সপ্তম অধ্যায়

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উদ্যোগে পত্র-পত্রিকা ও পৌণ্ড্রসাহিত্য

201. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের জাগরণে প্রথম প্রকাশিত পত্রিকার নাম কি ?

উত্তরঃ- ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব (১৯১০)।

202. কে, কবে 'প্রতিজ্ঞা' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন ?

উত্তরঃ- ভবসিন্ধু লস্কর, **১৯১৮** সালে।

203. কে, কবে 'বঙ্গীয় জনসংঘ' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন ?

উত্তরঃ- মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। ১৯২০ ।

204. "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার" কারা কবে প্রকাশ করেন ?

উত্তরঃ- মহেন্দ্রনাথ করণ ও ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, ১৯২৩ ।

205. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কবে "সত্যযুগ" নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন ?

উত্তরঃ- সুরেশচন্দ্র কয়াল, **১৯২৭** ।

206. 'দীপ্তি' পত্রিকা কবে কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রকাশ করেন ?

উত্তরঃ- দিগম্বর সরদার, **১৯৩০**।

207. খুলনা থেকে প্রকাশিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মুখপত্রের নাম কি ছিল ?

উত্তরঃ- ‘সংঘ’, **১৯৩৫** সালে প্রকাশিত হয়।

208. পতিরাম রায় প্রকাশিত ও সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি ছিল ?

উত্তরঃ- ‘পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়’। **১৯৩৭** সালে প্রকাশিত হয়।

209. স্বাধীন ভারতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রতিষ্ঠিত প্রথম পত্রিকার নাম কি ?

উত্তরঃ- ‘পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বান্ধব’ **(১৯৫১)**। সম্পাদক দিগম্বর সরদার।

210. বেলুড়ে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পরিচালনার জন্য কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দশ বিঘা (১০) জমি দান করেন ?

উত্তরঃ- নির্মলেন্দু বর্মণ ।

211. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় “বন্দেমাতরম” পত্রিকা প্রকাশ করেন ?

উত্তরঃ- ১৯৬৪ সালে, ভূতনাথ মণি।

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষা বিষয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

212. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের শিক্ষার জন্য কে প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ?

উত্তরঃ- রাইচরণ সরদার। তিনি নিজ গ্রামে ১০০ টাকা দিয়ে প্রথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করেন এবং শিক্ষকদের বেতন বাবদ মাসে ৩ টাকা ব্যয় করতেন।

213. মহাত্মা রাইচরণ সরদার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য কলকাতায় যে ছত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম কি ছিল ? এটি কবে প্রতিষ্ঠা করেন ?

উত্তরঃ- আর্যপৌণ্ড্রক ব্রহ্মচর্য আশ্রম। এটি আমহার্স্ট স্ট্রীটে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

214. ক্যানিং থানার ট্যাংরাখালীতে বঙ্কিম সরদার কলেজ প্রতিষ্ঠায় (১৯৫৫) কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সর্বস্ব প্রদান করেন ?

উত্তরঃ- বঙ্কিমচন্দ্র সরদার।

215. ক্যানিং থানার ট্যাংরাখালীতে বঙ্কিমচন্দ্র সরদার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম কি ?

উত্তরঃ- পরশুরাম-যামিনী-প্রাণ উচ্চবিদ্যালয়।

216. বঙ্কিমচন্দ্র সরদারের কাকাবাবু পশুপতি সরদার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম কি ?

উত্তরঃ- গোলডহরা নলিয়াখালী হরিনারায়ণ বিদ্যাপীঠ।

217. হাসনাবাদ (বর্তমানে হিঙ্গলগঞ্জ) থানার দুলদুলী মঠবাড়ির দেব নারায়ণ হালদার কি জন্য বিখ্যাত ছিলেন ?

উত্তরঃ- ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে দেব নারায়ণ হালদার দুলদুলী মঠবাড়িতে "দেব নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য বহু ভূমি, অর্থ ও শ্রম দান করেন।

নবম অধ্যায়

স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

218. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পড়াশোনা ছেড়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন ?

উত্তরঃ- ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ।

219. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দেশের গৌরবগাথা ও স্বদেশীয়ানা প্রচারের জন্য "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" নামে পুস্তিকা রচনা করেন?

উত্তরঃ- ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ।

220. "স্বদেশীবাবু" নামে কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিচিত ছিলেন ?

উত্তরঃ- স্বদেশীবাবু গৌরহরি বিশ্বাস।

221. স্বদেশীবাবু গৌরহরি বিশ্বাস কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

উত্তরঃ- গৌরহরি বিশ্বাস ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত রাজারহাট থানার পাথরঘাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর

পিতামহ পাঁচুগোপাল বিশ্বাস ছিলেন ধর্মপ্রাণ জমিদার এবং তাঁর পিতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস।

222. গৌরহরি বিশ্বাস কোন আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন ?

উত্তরঃ- ঐতিহাসিক মহিষবাথান লবণ আইন আন্দোলনের ।

223. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশভাগের বিরোধিতা করে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেন ?

উত্তরঃ- অনুকূল চন্দ্র দাস নস্কর (১৮৯৪-১৯৪৭)।

224. অনুকূল চন্দ্র দাস নস্কর কার কাছে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা নেন ?

উত্তরঃ- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কাছে।

225. "সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতি"র প্রথম সম্পাদক কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন ?

উত্তরঃ- অনুকূল চন্দ্র দাস নস্কর।

226. কলকাতায় মহাত্মা গান্ধী রোডে "হালদার ফার্মেসী" কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতিষ্ঠা করেন ?

উত্তরঃ- শিক্ষাদরদী ডাক্তার ধ্রুবচাঁদ হালদার মহাশয় (১৮৯৮-১৯৬৮)।

227. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ২৪ পরগণা জেলার কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন?

উত্তরঃ- শিক্ষাদরদী ডাক্তার ধ্রুবচাঁদ হালদার মহাশয়।

228. শিক্ষাদরদী ডাক্তার ধ্রুবচাঁদ হালদার মহাশয় দক্ষিণ বারাসাত কলেজ প্রতিষ্ঠায় কত টাকা দান করেন ?

উত্তরঃ- এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর বিপুল অবদানের জন্য দক্ষিণ বারাসাত কলেজের নাম হয়েছে "ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ"।

229. স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণকারী কয়েকজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবীর নাম কর।

উত্তরঃ- স্বর্ণময়ী মণ্ডল, অষ্টমী ঢালী, মোক্ষদা নস্কর প্রমুখ।

230. কারা স্বদেশী গান গেয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাগিয়ে তোলেন ?

উত্তরঃ- জীবন মণ্ডল এবং বিরুপদ মণ্ডল। এঁরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।

231. বি.এস.সি. পড়াশোনা চলাকালীন কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরীক্ষা বয়কট করে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন ?

উত্তরঃ- ভূষণ চন্দ্র নস্কর।

232. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হেডপণ্ডিতের পদে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন ?

উত্তরঃ- মনীষী পতিরাম রাম।

233. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা খুলনা জেলাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য দিল্লীতে জহরলাল নেহরু ও বল্লভভাই প্যাটেলের সাথে সাক্ষাৎ করেন ?

উত্তরঃ- খুলনার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা রাজেন্দ্রনাথ সরকার।

234. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে শহীদ বা বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন এমন একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- শহীদ গঙ্গাহরি দাস।

235. শহীদ গঙ্গাহরি দাস কোন আন্দোলনে যোগ দিয়ে শহীদ হন ?

উত্তরঃ- ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে।

236. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রথম জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে পুঁথি বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন ?

উত্তরঃ- অক্ষয়কুমার কয়াল।

237. হাসনাবাদ (বর্তমানে হিঙ্গলগঞ্জ) থানার ছোটো সাহেবখালী গ্রামের কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বদেশীতে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন?

উত্তরঃ- বরদাকান্ত মণ্ডল। বিস্তারিত জানতে লেখকের **'ছোটো সাহেবখালীর ইতিহাস'** গ্রন্থটি দেখুন।

238. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে খ্যাতিলাভ করেন ?

উত্তরঃ- কংসারী হালদার।

239. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী উচ্চশিক্ষিত হয়েও ব্রিটিশের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেননি ?

উত্তরঃ-মেদিনীপুরের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্ত কুমার দাস।

240. মেদিনীপুরের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্ত কুমার দাস স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে মোট কত বছর কারাবাস করেন ?

উত্তরঃ- মোট বারো (১২) বছর।

241. বসন্তকুমার দাস কোন কেন্দ্র থেকে কতবার লোকসভায় নির্বাচিত হন ?

উত্তরঃ- মোট তিনবার (১৯৫২, ১৯৫৭ এবং ১৯৬২)। কাঁথি লোকসভা কেন্দ্র থেকে।

242. ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ?

উত্তরঃ- মেদিনীপুরের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্ত কুমার দাস ।

243. বসন্ত কুমার দাস রচিত গ্রন্থের নাম কি ?

উত্তরঃ- "স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর", দুখণ্ডে রচিত।

244. "মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি"র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ?

উত্তরঃ- বসন্ত কুমার দাস।

245. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার অপরাধে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন ?

উত্তরঃ- ভূষণ চন্দ্র নস্কর।

246. বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে কোন কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুক্ত ছিলেন ?

উত্তরঃ- বঙ্কিমচন্দ্র বৈদ্য, দিবাকর হালদার, অমিয় ভূষণ মণ্ডল, অনুকূল চন্দ্র মণ্ডল, অক্ষয় কুমার কয়াল, ক্ষুদিরাম মণ্ডল, বিশ্বনাথ মণ্ডল প্রমুখ।

247. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মাত্র ১৫ বছর বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামে দেন ?

উত্তরঃ- খুলনার তারপদ মৃধা।

248. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় "তরুণ" নামক কবিতা রচনা করে জনগণের স্বদেশ চিন্তা বাড়িয়ে তোলেন ?

উত্তরঃ- খুলনার তারপদ মৃধা।

249. কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী গঙ্গাসাগর কপিল মুনির আশ্রমের সভাপতি হন ?

উত্তরঃ- গোপীনাথ দাস নস্কর।

250. গড়িয়ার নফরচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিপ্লবীর বিশেষ অবদান ছিল ?

উত্তরঃ- অমিয় ভূষণ মণ্ডলের।

দশম অধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

251. স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মন্ত্রীসভায় একমাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মন্ত্রী কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- বেলেঘাটার জমিদার পরিবারের হেমচন্দ্র নস্কর।

252. ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রী সভায় কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মন্ত্রী ছিলেন ?

উত্তরঃ- হেমচন্দ্র নস্কর।

253. **কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের দান করা জমিতে কলকাতার সল্টলেক সিটি গড়ে উঠেছে ?**

উত্তরঃ- বেলেঘাটার জমিদার পরিবারের সন্তান **হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের** দান করা জমিতে কলকাতার সল্টলেক সিটি গড়ে উঠেছে।

254. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় **হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়** কত দামে সল্টলেকের জমি হস্তান্তর করেন ?

উত্তরঃ- মাত্র এক টাকায় ।

255. ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে কতজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জয়লাভ করেন এবং তাদের নাম কী ?

উত্তরঃ- ১০ জন। ১) রাজকৃষ্ণ মণ্ডল, হাসনাবাদ। ২) জ্যোতিষ চন্দ্র রায় সরদার, হাড়োয়া-সন্দেশখালী। ৩) হেমচন্দ্র নস্কর, ভাঙ্গর। ৪) গঙ্গাধর নস্কর, ভাঙ্গর। ৫) দিনতরণ মণি, জয়নগর। ৬) ভূষণ চন্দ্র দাস, মথুরাপুর। ৭) বৃন্দাবন গায়েন, মথুরাপুর। ৮) নলিনীকান্ত হালদার, কুলপি। ৯) অর্ধেন্দুশেখর নস্কর, মগরাহাট। এবং ১০) কৌস্তভকান্তি করণ, খেজুরি(মেদিনীপুর)।

256. ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বিধানসভা নির্বাচনে কতজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জয়লাভ করেন এবং তাদের নাম কী ?

উত্তরঃ- ১২ জন। ১) রাজকৃষ্ণ মণ্ডল, হাসনাবাদ। ২) অতুলকৃষ্ণ রায়, দেগঙ্গা। ৩) রবীন্দ্রনাথ রায়, বিষ্ণুপুর। ৪) গঙ্গাধর নস্কর, বারুইপুর। ৫) অর্ধেন্দুশেখর নস্কর, মগরাহাট। ৬) রামানুজ হালদার, ডায়মন্ড হারবার। ৭) বৃন্দাবন গায়েন, মথুরাপুর। ৮) ভূষণ চন্দ্র দাস, মথুরাপুর। ৯) রেণুপদ হালদার, জয়নগর। ১০) হেমচন্দ্র নস্কর, ভাঙ্গর। ১১) খগেন্দ্রনাথ নস্কর, ক্যানিং। ১২) হারানচন্দ্র মণ্ডল, সন্দেশখালী।

257. স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় নির্বাচিত প্রথম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিধায়িকার নাম কি ?

উত্তরঃ- শ্রীমতী শান্তিলতা মণ্ডল। বিষ্ণুপুর পূর্ব কেন্দ্র থেকে **১৯৬২**-এর নির্বাচনে জয়ী হন।

258. ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বিধানসভা নির্বাচনে কতজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জয়লাভ করেন ?

উত্তরঃ- ১২ জন।

259. ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচনে একজন ব্রহ্মচারী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জয়লাভ করেন, তাঁর নাম কি এবং তিনি কোন কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন ?

উত্তরঃ- ব্রহ্মচারী ভোলানাথ। তিনি হিঙ্গলগঞ্জ কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেন।

260. ব্রহ্মচারী ভোলানাথ ভাঙারখালীর নাম পরিবর্তন করে কোন নাম প্রস্তাব করেন ?

উত্তরঃ- প্রতাপাদিত্য নগর। মধ্যযুগের বাংলার জাতীয়বীর মহারাজ প্রতাপাতিত্যের নাম অনুসারে তিনি এই নাম প্রস্তাব করেন।

261. পশ্চিমবঙ্গের কোন বিধানসভা নির্বাচনে সবথেকে বেশী সংখ্যক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিধায়ক নির্বাচিত হন ?

উত্তরঃ- ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে মোট **১৭** জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন। এটিই এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। তবে **১৯৭১** এবং **১৯৭৭**-এর নির্বাচনেও এই সংখ্যা বজায় থাকে অর্থাৎ **১৭** জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন।

262. ১৯৯৬ এবং ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কতজন করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জয়লাভ করেন ?

উত্তরঃ- ১৩ জন করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জয়লাভ করেন।

263. হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র কোন সালে সৃষ্টি হয় ?

উত্তরঃ- ১৯৬৭ সালে।

264. হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রথম নির্বাচিত বিধায়ক কে ছিলেন এবং তিনি কোন দল থেকে নির্বাচিত হন।

উত্তরঃ- ব্রহ্মচারী ভোলানাথ। তিনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে জয়ী হন।

265. পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর কোন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন ?

উত্তরঃ- কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প। (১৯৪৭-১৯৬০)

266. পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মন্ত্রী অর্ধেন্দু নস্কর কোন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন ?

উত্তরঃ- স্বাস্থ্য বিভাগের।(১৯৫৭-৬৭)

267. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর কোন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন ?

উত্তরঃ- শিক্ষা বিভাগের(১৯৭২-৭৭)

268. বামফ্রন্টের প্রথম তিনটি মন্ত্রীসভাতে কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি ছিল ?

উত্তরঃ- না। ১৯৭৭-এ ১৭ জন নির্বাচিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিধায়কের একজনকেও মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হয়নি।

269. মন্ত্রীসভায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের স্থান না পাওয়া কী ইঙ্গিত করে ?

উত্তরঃ- পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতিচেতনার অভাব ও অনৈক্য ইঙ্গিত করে। রাজনৈতিক দল ব্যবস্থায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দলের প্রতি অনুগত থাকে, নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি নয়। ফলে তারা নিজেদের অজান্তেই নিজেদের প্রতিনিধিত্ব কমিয়ে ফেলছে যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাম্য নয়।

270. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিজ স্থান বজায় রাখতে কি করা উচিত ?

উত্তরঃ- পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতিচেতনার বৃদ্ধি ও ঐক্য বৃদ্ধি করতে হবে। সমস্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে অন্য পরিচয় ছেড়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিচয়ে একত্রিত হতে হবে। নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

স্বাধীনতা পরবর্তী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন

271. স্বাধীন ভারতের প্রথম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনের নাম কি ? এটি কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উত্তরঃ- ‘পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ’। এটি **১৯৭০** সালে ২৪ পরগণা জেলার গড়িয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

272. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদের প্রথম কার্যকরী কমিটি কবে গঠিত হয় এবং কারা সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন ?

উত্তরঃ- ১৯৮১ সালে। সভাপতি অধীরচন্দ্র হালদার এবং সম্পাদক রামচন্দ্র নস্কর।

273. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদের মুখপত্রের নাম কি ?

উত্তরঃ- “সমাজ দর্শন”।

274. সমাজ দর্শন কবে প্রকাশিত হয় এবং এর সম্পাদক কে ছিলেন ?

উত্তরঃ- ১৯৭২ । সত্যেন্দ্রনাথ নস্কর।

275. গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র কবে, কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রতিষ্ঠা করেন এব্বং কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন ?

উত্তরঃ- ১৯৭৬ সালে নরোত্তম হালদার কাকদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন ইতিহাস গবেষণার জন্য।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সাহিত্য

276. প্রথম কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য লেখেন বা কলম ধারণ করেন ?

উত্তরঃ- শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ (১৮৬৩-১৯০৭)।

277. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় লিখিত প্রথম গ্রন্থের নাম কি এবং কবে প্রকাশিত হয় ?

উত্তরঃ-শ্রীমন্ত নস্কর লিখিত "জাতিচন্দ্রিকা"। ১৮৮৭-তে প্রকাশিত হয়।

278. শ্রীমন্ত নস্কর লিখিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি কী ছিল ?

উত্তরঃ- 'জাতিচন্দ্রিকা' ছাড়াও 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় পরিচয়', 'রামবনবাস', ও 'দ্বাদশাহ অশৌচ নির্ণয়'। এই রচনাগুলিতে শ্রীমন্ত নস্করের প্রধান লক্ষ্য ছিল পৌণ্ড্রদের পৌণ্ড্র' পরিচিতি (ক্ষত্রিয়) নির্মাণের সাহায্যে সামাজিক মর্যাদা অর্জন করা।

279. বেণীমাধব হালদার রচিত "জাতিবিবেক" কবে প্রকাশিত হয় ?

উত্তরঃ- ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে।

280. মহেন্দ্রনাথ করণ রচিত "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ" কবে প্রকাশিত হয় ?

উত্তরঃ- ১৯২৮ সালে।

281. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দ্বারা লিখিত কোন দুটি আত্মজীবনী খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন ?

উত্তরঃ- বেণীমাধব হালদারের আত্মজীবনী 'দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা' এবং রাজেন্দ্রনাথ সরকারের আত্মজীবনী 'জীবনকথা' খুব গুরুত্বপূর্ণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের দলিল।

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়

282. **"সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ"** কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উত্তরঃ- ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২০।

283. সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কারা ?

উত্তরঃ- শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল, শ্রীউত্তম মণ্ডল, শ্রীদিলীপ কুমার মণ্ডল এবং শ্রীশুভেন্দু বিকাশ মণ্ডল।

284. **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা' কে রচনা ও সম্পাদনা করেন ?**

উত্তরঃ- শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল।

285. সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতগুলি ?

উত্তরঃ- ১২ টি।

286. সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মুখপত্রের নাম কি ?

উত্তরঃ- পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ।

287. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম "পদ্মশ্রী" প্রাপক কে?

উত্তরঃ- অরুণোদয় মণ্ডল। 'সুন্দরবনের সুজন' নামে পরিচিত। পেশায় চিকিৎসক। ইনি সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জের অধিবাসী।

288. অরুণোদয় মণ্ডল কত সালে "পদ্মশ্রী" পান ?

উত্তরঃ- ২০২০ সালে।

*****

একাদশ অধ্যায়

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পালনীয় দিবসসমূহ

- **১৪ অথবা ১৫ই জানুয়ারী** - মকর সংক্রান্তি ও কপিল মুনি পূজা।
- **১৮ই জানুয়ারী(১৮৫৮)-** সমাজপিতা বেণীমাধব হালদার মহাশয়ের জন্মদিন।
- **২৪শে জানুয়ারী (১৯৪২)-** মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের স্বর্গলোক যাত্রা।
- **১৫ই মার্চ (১৮৭৬)** - মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের জন্মদিন ।
- **রথযাত্রার দিন** - উত্তরণ দিবস(পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উপনয়ন, ১৩৩৫ সালে)
- **১৭ই জুলাই (১৯২৮)-**ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়ের স্বর্গলোক যাত্রা।
- **৭ই নভেম্বর(১৯২৩)-**সমাজপিতা বেণীমাধব হালদার মহাশয়ের স্বর্গলোক যাত্রা।
- **১৯ শে নভেম্বর (১৮৮৬)** - ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়ের জন্মদিন।
- **২রা ডিসেম্বর (১৯১৭)-** পরিবর্তন দিবস (ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের পরিবর্তে ‘পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়’ নাম গ্রহণ।)
- **১৩ই ডিসেম্বর (২০২০)** - সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস।

*****

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্র

"বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, মাতৃগণ। তোমারা যে, যে অবস্থায় থাক না কেন ভুলিও না, তুমি এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ জননীর একটি সন্তান। ভুলিওনা, জননীর প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। ভুলিও না তোমার চরিত্র, তোমার বৈশিষ্ট্য, তোমার কৃতিত্ব, তোমার গৌরব তোমার প্রতিষ্ঠার দিকে তোমার জননীর অপমান, তোমার জননীর লাঞ্ছনা, তোমার জননীর নির্যাতনের জন্য তুমি দায়ী। ভুলিও না- তোমার ব্যক্তিগত সুখ, স্বচ্ছন্দ, সুবিধা, বিলাস, ব্যাসন ভোগের ক্ষুধা মনুষ্যেতর জীবনেও মিটিতে পারে। ভুলিও না তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার নিত্য সহচর। ভুলিও না— তুমি আর্য, আচার্য্যত্ব তোমার আছে। ভুলিও না তুমি ভারতের একজন, পৃথিবীর একজন। ভারত তথা পৃথিবী তোমার মুখপানে চাহিয়া আছেন।

স্মরণ রাখিও–তোমার ইতিহাস তোমাকেই গবেষণা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, আরবী, পার্শী, তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, গুজরাটী, কানাড়ী, আসামী, চীনা ভাষার মধ্যে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, তোমার প্রাচীন কথা তোমাকেই উদ্ধার করিতে হইবে। মৎসর হস্তের বিকৃত বিবৃতিকে তোমার লেখনীর নির্ম্মম আঘাতে খণ্ডন করিতে হইবে। সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, যুদ্ধ চলিয়াছিল, চলিতেছে ও চলিবে, অনন্ত কাল চলিবে। স্মরণ রাখিও — শক্তিহীনের বৈশিষ্ট্য নাই, মর্যাদা নাই, সত্তাও থাকিতে পারে না। ভাবিয়া দেখিও, অর্থের অভাব নয়, ভাবের অভাবই অভাব। চিন্তা করিও—পরিবেশই মানব গঠন করে। অসৎ পরিবেশ নিষ্ঠুর ভাবে বর্জন ও সৎপরিবেশে প্রবেশই অস্তিত্ব

রক্ষার উপায়। মনে রাখিও তোমার পরিচয়ে, তোমার জাতি, তোমার জননীর পরিচয়। স্থির জানিও তোমার আদরেই তোমার জননীর আদর। বিচার করিও -- তোমার গুরু পুরোহিত কুলের অবনতি প্রার্থনায় ভগবান বিচলিত হইতে পারেন কিন্তু মৎসর মানবকুল তাহার স্পর্শে কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। মনে রাখিও একতাই বল, সংঘশক্তিই বল। মনে রাখিও – কুটনীতিই তোমার মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তোমাকে সাবধান হইতে হইবে, আবার সোজা হইয়া সোজা পথে চলিতে হইবে। লুপ্ত গরিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, উজ্জ্বলতর করিতে হইবে। নচেৎ তোমার আত্মাই তোমাকে ক্ষমা করিবে না, করিতে পারে না। সাধু। সাবধান! প্রলোভনে বঞ্চিত হইও না, আত্ম-বিক্রয় করিও না। নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থ।" বাক্য সার্থক কর।"

- **মহাত্মা রাইচরণ সরদার,**

"দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা" থেকে সংগৃহীত।

লেখক পরিচিতি

শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক।

জন্ম পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত **ছোটো সাহেবখালী গ্রামে**। গ্রামের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তির পর পঞ্চম শ্রেণীতে **দুলদুলী দেব নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ে** ভর্তি হন। সেখান থেকে **১৯৯২** সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার অন্তর্গত ট্যাংরাখালীতে অবস্থিত **বঙ্কিম সরদার কলেজে** ইতিহাস অনার্সে ভর্তি হন। সেখান থেকে ইতিহাস অনার্স পাস করে **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে** এম.এ.-তে **আধুনিক ইতিহাস** নিয়ে পড়াশোনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **১৯৯৭**-তে এম.এ. পাস করে নিউ ব্যারাকপুরের **গোপালচন্দ্র মেমোরিয়াল কলেজ ফর এডুকেশনে** বি.এড.-এ ভর্তি হন। কিন্তু পাঠ সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি শিক্ষকতার সুযোগ লাভ করেন এবং **১৯৯৯**-এর মার্চ মাসে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার **বাগদা থানার** অন্তর্গত **হেলেঞ্চা উচ্চ বিদ্যালয়ে** উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাস শিক্ষক

হিসাবে যোগদান করেন। এরপর তিনি ২০০৮ সালে **বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে** ইতিহাসের প্রভাষক হিসাবে যুক্ত হন এবং এখনও সেখানেই **সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান** হিসেবে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত আছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি **১৯৯৯** সালে **হেলেঞ্চা বিবেকানন্দ সেবালয় ট্রাষ্টে** যোগদান করে নানারূপ সেবাকাজে অংশ নেন এবং এখনও তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। **২০১১** সালে তিনি নিজের জন্মস্থান ছোটো সাহেবখালীতে প্রতিষ্ঠা করেন **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সমিতি। ২০১২** সাল থেকে **২০২১** সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষার অধীনে দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় স্টাডি সেন্টারের কো-অরডিনেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। **২০১২** থেকে **২০১৬** সাল পর্যন্ত তিনি বসিরহাট কলেজে এবং বাগদা থানার হেলেঞ্চায় অবস্থিত ডঃ বি আর আম্বেদকর শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নতুন ঘরানায় ইতিহাস চর্চার জন্য **২০১৩** সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠা করেন **"ইতিহাস ক্লাব"**। ইতিহাস ক্লাবের সদস্য, ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তিনি অবৈতনিক কোচিং ক্লাসও নেন। ২০২০-এর ডিসেম্বর মাসে নিজের গ্রামে **"ডঃ বি আর আম্বেদকর গ্রন্থাগার"** নামে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া আরও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত আছেন। সমাজসেবী, সৎ, সাহসী, নিষ্ঠাবান, জনপ্রিয় শিক্ষক হিসাবে তিনি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও গুণীজন মহলে সুপরিচিত। এটি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডলের রচিত অষ্টম গ্রন্থ।

****